

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে
আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ
মূলনীতি, ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য

শাইখ সাঈদ আল-কাহতানী রহিমাহুল্লাহ



পেট্রফিল্ড

পাবলিকেশন



আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ

الْبَاطِنُ আল-বাতিন (গুপ্ত, অপ্রকাশমান)	الظَّاهِرُ আয-যহির (ব্যক্ত, প্রকাশমান)	الْآخِرُ আল-আখির (অন্ত, সর্বশেষ) ^[১]	الْأَوَّلُ আল-আউয়াল (আদি, সর্বপ্রথম) ^[১]	اللَّهُ আল্লাহ (আল্লাহ)
الْمَجِيدُ আল-মাজীদ (অত্যন্ত মর্যাদাবান)	الْعَظِيمُ আল-আযীম (অতি মহান)	الْمُتَعَالَى আল-মুতাআলী (মহীয়ান)	الْأَعْلَى আল-আ'লা (সর্বোচ্চ, উচ্চতম)	الْعَلِيُّ আল-আলী (সমুন্নত)
الْحَيُّ আল-খবীর (সম্যক অবহিত)	الْعَلِيمُ আল-আলীম (মহাজ্ঞানী)	الْبَصِيرُ আল-বাসীর (সর্বদ্রষ্টা)	السَّمِيعُ আস-সামী' (সর্বশ্রোতা)	الْكَبِيرُ আল-কাবীর (অত্যন্ত বড়ো, বিশাল)

[১] আদি ও সর্বপ্রথম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অস্তিত্বের দিক থেকে তিনি সর্বাপেক্ষে। তাঁর পূর্বে কোনো কিছু নেই। কেননা, তিনি ছাড়া সবকিছু তাঁরই সৃজিত। মহাবিশ্বের সকল কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং অস্তিত্ব দান করেছেন। অন্যভাবে বলা যায়—তিনি এমন প্রথম, যার কোনো শুরু বা সূচনা নেই। বস্তুত তাঁর থেকেই সবকিছুর সূচনা। তিনি অনাদিকাল থেকেই আছেন এবং অনন্তকাল ধরে থাকবেন। [মাআলিমুত তানযিল, বাগাভী (তাফসিরুল বাগাভী) : ৮/২৯ ; কুতুল মুগতাযি আলা জামিইত তিরমিযী, সুয়ুতী : ২/৯৩২; তুহফাতুল আহওয়াযী : ৯/৩৪২ -ঈযৎ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত] -সম্পাদক

[২] অন্ত ও সর্বশেষ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সৃষ্টিজগতের সবকিছু (কিয়ামাতের সময়) ধ্বংস হওয়ার পর একমাত্র তিনিই অবশিষ্ট থাকবেন। তিনি ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব থাকবে না। অন্যভাবে বলা যায়, নিঃসন্দেহে তাঁর সকল সৃষ্টি (অস্তিত্বের কোনো একপর্যায়ে) ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু তিনি এমন অক্ষয় ও অবিনশ্বর, যার কোনো ধ্বংস বা শেষ নেই। তিনি যেমন অনাদিকাল থেকে আছেন, তেমনই অনন্তকাল ধরে থাকবেন। [মাআলিমুত তানযিল, বাগাভী (তাফসিরুল বাগাভী) : ৮/২৯; কুতুল মুগতাযি আলা জামিইত তিরমিযী, সুয়ুতী : ২/৯৩২; তুহফাতুল আহওয়াযী : ৯/৩৪২ -ঈযৎ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত] -সম্পাদক



‘আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব, তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকো। আর যারা তাঁর নামসমূহের মধ্যে বিকৃতি ঘটায়, তাদেরকে তোমরা পরিত্যাগ করো। অচিরেই তাদেরকে তাদের [জঘন্য] কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।’^[৫]

সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার একশ’তে একটি কম অর্থাৎ, নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে আয়ত্ত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’^[৬]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এসব নাম মুখস্থ করবে, এগুলোর মর্মার্থ বুঝবে, এগুলো দিয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করবে, এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করবে এবং এগুলোর ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে—সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এটি জ্ঞাত বিষয় যে, জান্নাতে একমাত্র মুমিনগণই প্রবেশ করবে। ঈমান না থাকলে কারও পক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং, (আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম আয়ত্ত করলে জান্নাতে প্রবেশ করার) এ হাদিস থেকে বুঝা যায় যে—ঈমান অর্জন, ঈমানকে শক্তিশালীকরণ ও ঈমানের ওপর অটল থাকার সবচেয়ে বড়ো উপায় হলো, যথাযথভাবে আল্লাহ তাআলার নামসমূহ আয়ত্ত করা। আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহের জ্ঞান হলো ঈমানের মূল। আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহ জানার তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথমত, তাঁর নামসমূহ শব্দগতভাবে মুখস্থ করা। অতঃপর, অর্থগতভাবে উপলব্ধি করা এবং এসব নামের মাধ্যমে তাঁকে ডাকা।

এসব নাম দ্বারা তাঁকে ডাকার আবার কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা—এসব নাম

[৫] সূরা আল-আরাফ : ১৮০

[৬] সহিহ বুখারী : ২৭৩৬; সহিহ মুসলিম : ২৬৭৭



বলে কখনো তাঁর প্রশংসা করা হয়, কখনো তাঁর ইবাদাত করা হয় এবং কখনো তাঁর কাছে কোনো কিছু চাওয়া হয়।

ঈমান মূলত আল্লাহ তাআলার এসব নাম জানার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কারণ, এসব নামের জ্ঞান তাওহিদের তিনটি প্রকার—‘তাওহিদুর রুবুবিয়া’, ‘তাওহিদুল উলুহিয়া’ ও ‘তাওহিদুল আসমা ওয়াস-সিফাত’কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর তাওহিদের এ তিনটি প্রকার হলো ঈমানের রূহ, মূল ও চূড়ান্ত লক্ষ্য। এজন্য যখনই আল্লাহ তাআলার নাম ও সিফাত বিষয়ে বান্দার জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়, তখনই তার ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তার বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়। অতএব, প্রতিটি মুমিনের উচিত কোনো প্রকারের তা’তিল (অর্থহীনকরণ বা নিষ্ক্রিয়করণ), তামসিল (তুলনাকরণ বা সাদৃশ্যকরণ), তাহরিফ (বিকৃতিসাধন বা অপব্যাখ্যাকরণ) ও তাকয়িফ (বিশেষ রূপদান বা ধরন নির্ধারণ) ব্যতীত আল্লাহ তাআলার নাম, সিফাত ও কর্মসহ তাঁকে চেনার জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করা।

আল্লাহ তাআলাকে চেনার সঠিক উৎস হলো, কুরআন ও সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীদের বর্ণিত আসার। এটাই হলো উপকারী জ্ঞান—যার মাধ্যমে মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, অন্তরের বিশ্বাস শক্তিশালী হয়, সকল ক্ষেত্রে প্রশান্তি লাভ হয় এবং সর্বোপরি রবের ভালোবাসা অর্জন হয়। সুতরাং, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে তাঁর নাম, সিফাত ও কর্মসহ চিনতে পারে, তাকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই ভালোবাসেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, মুআত্তিলা (আল্লাহ তাআলার সিফাত অস্বীকারকারী) দল এবং ফিরআউনিয়া ও জাহমিয়া (আল্লাহ তাআলার সিফাত অপব্যাখ্যাকারী) সম্প্রদায়ের লোকেরা মুমিনদের হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অর্জনের পথে কাঁটাতুল্যা।^[৭]

ঈমান সুদৃঢ় হয় যেভাবে

- যেসব উপায়-উপকরণ ঈমানকে সুদৃঢ় করে, সেগুলোর অন্যতম হলো, কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। কেননা, যে ব্যক্তি কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, সে সর্বদা কুরআনের বিভিন্ন জ্ঞান থেকে উপকৃত হতে থাকে—যা তার ঈমানকে ক্রমশ বৃদ্ধি করে। অনুরূপভাবে, বান্দা যখন কুরআনের বিন্যাস ও

[৭] মাদারিজুস সালিকিন, ইবনুল কাইয়িম : ৩/১৭; আত-তাওজিহ ওয়াল-বায়ান লি শাজারাতিল ঈমান, আব্দুর রহমান আস-সাদী : পৃষ্ঠা নং ৩৯; বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ, ইবনুল কাইয়িম : ১/১৬৪



সূচিপত্র

- প্রথম অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার নামসমূহ তাওকিফি (কেবল কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণসাপেক্ষ)
- দ্বিতীয় অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহের ওপর ঈমান আনয়নের রুকন বা মূলভিত্তিসমূহ
- তৃতীয় অধ্যায় : যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে গুণায়িত করা যায়, সেগুলোর প্রকারভেদ
- চতুর্থ অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহের অর্থের প্রকারভেদ
- পঞ্চম অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার নামসমূহের ব্যাপারে ইলহাদ (অস্বীকৃতি ও অপব্যাখ্যা)-এর বাস্তবতা
- ষষ্ঠ অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহ আয়ত্ত করা সকল জ্ঞানের মূল
- সপ্তম অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার নামগুলো সবই সুন্দর
- অষ্টম অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার নামসমূহ এককভাবে এবং অন্য কিছু সাথে মিলিতভাবে ব্যবহারের প্রকারভেদ
- নবম অধ্যায় : একাধিক সিফাতের অর্থ প্রদানকারী আল্লাহ তাআলার কিছু নাম
- দশম অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার এমন সব সুন্দর নাম, যা তাঁর সকল নাম ও সিফাতের প্রত্যাবর্তনস্থল



- একাদশ অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার নামসমূহ ও গুণাবলি তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট, আর নামের সাদৃশ্য বস্তুসমূহের একে অপরের সাথে সাদৃশ্যকে আবশ্যক করে না
- দ্বাদশ অধ্যায় : গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়, যা জানা প্রয়োজন
- ত্রয়োদশ অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার যেসব সুন্দর নাম আয়ত্ত করলে জান্নাতে প্রবেশের ওয়াদা রয়েছে, সে নামগুলো আয়ত্ত করার স্তরসমূহ
- চতুর্দশ অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার নামসমূহ অসংখ্য, যা কখনো গুনে শেষ করা যাবে না
- পঞ্চদশ অধ্যায় : তা'তিল (অর্থহীনকরণ বা নিষ্ক্রিয়করণ), তাকযিফ (বিশেষ রূপদান বা ধরন-নির্ধারণ), তামসিল (তুলনাকরণ) ও তাশবিহ (সাদৃশ্যকরণ) ব্যতীত আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহের ব্যাখ্যা
- আল-আউয়াল (أَوَّلُ) বা আদি, সর্বপ্রথম)
- আল-আখির (آخِرُ) বা অন্ত, সর্বশেষ)
- আয-যাহির (الظَّاهِرُ) বা ব্যক্ত, প্রকাশমান)
- আল-বাতিন (الْبَاطِنُ) বা গুপ্ত, অপ্রকাশমান)
- আল-আলী (الْعَلِيُّ) বা সমুন্নত)
- আল-আ'লা (الْأَعْلَى) বা সর্বোচ্চ, উচ্চতম)
- আল-মুতা'আলী (الْمُتَعَالَى) বা মহীয়ান)
- আল-আযীম (الْعَظِيمُ) বা অতি মহান)
- আল-মাজীদ (الْمَجِيدُ) বা অত্যন্ত মর্যাদাবান)
- আল-কাবীর (الْكَبِيرُ) বা অত্যন্ত বড়ো, বিশাল)
- আস-সামী' (السَّمِيعُ) বা সর্বশ্রোতা)
- আল-বাসীর (الْبَصِيرُ) বা সর্বদ্রষ্টা)

পঞ্চম অধ্যায় :

আল্লাহ তাআলার নামসমূহের ব্যাপারে ইলহাদ (অস্বীকৃতি ও অপব্যাখ্যা)- এর বাস্তবতা

আল্লাহ তাআলার নামের ক্ষেত্রে ইলহাদ বা অস্বীকৃতি ও অপব্যাখ্যার বাস্তবতা হলো, এ ব্যাপারে সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত হওয়া। আর সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার কয়েকটি ধরন রয়েছে। যথা—

১. এসব নামের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কোনো সৃষ্টিকে শরিক সাব্যস্ত করা। যেমন, মুশরিকদের ইলহাদ। তারা তাদের (বাতিল) উপাস্যদের নাম রেখেছে এমন সব সিফাত থেকে নকল করে, যা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই উপযুক্ত। যেমন, তারা আল্লাহ তাআলার ‘আল-ইলাহ’ (الْإِلَٰه) বা মাবুদ) নাম থেকে (নকল করে) তাদের (বাতিল) উপাস্যের নাম রেখেছে ‘আল-লাত’ (اللات) যা পৌত্তলিক আরবদের একটি দেবীমূর্তি। অনুরূপ তারা আল্লাহ তাআলার ‘আল-আযীয’ (الْعَزِيز) বা মহাপরাক্রমশালী) নাম থেকে (নকল করে) তাদের (বাতিল) উপাস্যের নাম রেখেছে ‘আল-উযযা’ (الْعُزَّى) যা পৌত্তলিক আরবদের একটি দেবীমূর্তি। এভাবে তারা আল্লাহ তাআলার ‘আল-মাল্লান’ (الْمَلَّانُ) বা পরম অনুগ্রহকারী) নাম থেকে (নকল করে) তাদের (বাতিল) উপাস্যের নাম রেখেছে ‘মানাত’ (مَنَاة) যা পৌত্তলিক আরবদের একটি দেবীমূর্তি)।

মুশরিক সম্প্রদায়, তাদের (বাতিল) উপাস্যের জন্য প্রভুত্বের গুণ-বৈশিষ্ট্য থেকে এমন সব বৈশিষ্ট্যযুক্ত নাম নির্ধারণ করেছে, যা তাদের (বাতিল উপাস্যের) উপাসনাকে সমর্থন করে। তবে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ইলহাদকারী হলো



তবে জাহমিয়া ও তাদের অনুসারীরা সবাই এ ইলহাদের ক্ষেত্রে এক শ্রেণিভুক্ত নয়; বরং তাদের কেউ ইলহাদের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারী, কেউ মাঝামাঝি অবস্থানকারী আর কেউ অল্প ইলহাদকারী। বস্তুত যে ব্যক্তিই (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) আল্লাহ তাআলার এমন কোনো গুণ অস্বীকার করবে, যা আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন, কিংবা তাঁর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর গুণ হিসেবে) উল্লেখ করেছেন, সে আল্লাহ তাআলার নামের ক্ষেত্রে ইলহাদ করল। সুতরাং কেউ কম করুক বা বেশি করুক, সবই ইলহাদ বলে বিবেচিত হবে।

পাঁচ. আল্লাহ তাআলার সিফাত বা গুণাবলিকে সৃষ্টির গুণ-বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া। যেমনটা মুশাব্বিহা বা সাদৃশ্যদানকারী সম্প্রদায়ের লোকেরা করে থাকে। এরা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার (সিফাতের ব্যাপারে) যা বলে, তিনি তা থেকে অনেক উর্ধ্বে। সুতরাং তাদের এ ইলহাদ মুআত্তিলাদের (অর্থাৎ সিফাত অস্বীকারকারীদের) ইলহাদের বিপরীত। কেননা, মুআত্তিলারা আল্লাহ তাআলার সিফাতকে (একেবারে) নাকচ করে দিয়েছে এবং অস্বীকার করেছে, আর এরা (অর্থাৎ মুশাব্বিহা বা সাদৃশ্যদানকারীরা) আল্লাহ তাআলার সিফাতকে (সাব্যস্ত করতে গিয়ে) সৃষ্টির সিফাতের সাথে তুলনা করেছে। ইলহাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এরা উভয়েই একই পথের পথিক। তবে তাদের প্রত্যেকের ইলহাদের রাস্তা ও পদ্ধতি ভিন্ন।

বস্তুত যারা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী, তাঁর সুন্নাহ প্রতিষ্ঠাকারী ও দ্বীনের প্রকৃত ওয়ারিস, তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা এসব (ভ্রষ্টতা ও প্রাস্তিকতা) থেকে মুক্ত রেখেছেন। আর তাই আল্লাহ তাআলা নিজেকে যেসব সিফাত বা গুণ-বৈশিষ্ট্য দ্বারা গুণান্বিত করেছেন, তারা সেগুলো তাঁর জন্য (নির্দিধায়) সাব্যস্ত করেছে এবং তারা (মুআত্তিলাদের মতো) তাঁর কোনো সিফাতকে অস্বীকারও করেনি, আবার (মুশাব্বিহাদের মতো) তাঁর কোনো সিফাতকে সৃষ্টির সিফাতের সাথে তুলনাও করেনি। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর যেসব সিফাত (কুরআনে বা তাঁর রাসুলের জ্বানে) অবতীর্ণ করেছেন, তারা সেসব সিফাতের শব্দ ও অর্থ উভয়টি আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত করা থেকে সরে যায়নি। বরং তারা আল্লাহ তাআলার (প্রমাণিত) সকল নাম ও সিফাত তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছে এবং আল্লাহ তাআলার সাথে সৃষ্টির সাদৃশ্যকে পুরোপুরি

ষষ্ঠ অধ্যায় :

আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহ আয়ত্ত করা সকল জ্ঞানের উৎস

আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহ আয়ত্ত করা হলো সকল জ্ঞাত বস্তুর ব্যাপারে জ্ঞানের উৎস ও মূল। কারণ, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত বাকি সকল জ্ঞাত বিষয় (দুটি জিনিসের বাইরে নয়—) হয়তো তা আল্লাহ তাআলার ‘সৃষ্টি’ কিংবা তাঁর ‘নির্দেশ’। (অতঃপর আল্লাহ তাআলা ব্যতীত বাকি সকল বিষয়ের জ্ঞানও দুই প্রকারের বাইরে নয়—) হয়তো আল্লাহ তাআলা যা সৃষ্টি করেছেন সেসবের জ্ঞান হবে, কিংবা আল্লাহ তাআলা যেসব বিধান দিয়েছেন সেসবের জ্ঞান হবে। আর (এতে কোনো সন্দেহ নেই যে,) ‘সৃষ্টি’ ও ‘নির্দেশ’ উভয়টির উৎস হলো, আল্লাহ তাআলার সুন্দর সুন্দর নামসমূহ।

আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও তাঁর নির্দেশ—এ দুটি জিনিসের সম্পৃক্তি আল্লাহ তাআলার নামসমূহের সাথে এমন, দাবির সম্পৃক্তি দাবিকারীর সাথে যেমন।

বস্তুত মানুষের মনে যা উদ্ভিত হয় কিংবা মানুষের কথা যা ব্যক্ত করে, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার শান তা থেকে আরও অনেক উর্ধ্বে এবং অধিক মহান। (আমাদের জ্ঞান এমনিতেও অনেক কম। আর আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান তো আরও নগণ্য। অতএব, কোনো বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে সেটা আল্লাহ তাআলার সমীপে সোপর্দ করা চাই।) আল্লাহ তাআলা বলেন, **وَقَوَّى كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ** অর্থাৎ ‘আর প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির ওপরে আছেন একজন সর্বজ্ঞানী।’ [সূরা ইউসুফ : ৭৬] জ্ঞানের ওপরে জ্ঞান থাকার বিষয়টি ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে, যতক্ষণ না তা এমন মহান সত্তা পর্যন্ত পৌঁছবে, যার আয়ত্তে রয়েছে সকল কিছুই জ্ঞান। আর আমি আল্লাহ তাআলার নিকট খুব আশাবাদী যে, তিনি আমাকে নিজ অনুগ্রহে সাহায্য করবেন তাঁর সুন্দর নামসমূহের ব্যাখ্যায় টীকার কাজে, যেখানে আমি এসব মূলনীতির বিধানগুলোর প্রতি পুরোপুরি লক্ষ রাখব এবং তাঁর নামসমূহের ক্ষেত্রে ইলহাদ (অর্থাৎ, অস্বীকৃতি ও অপব্যাখ্যা) এবং তাঁর সিফাতের ক্ষেত্রে তা’তিল (অর্থাৎ অর্থহীনকরণ) থেকে নিরাপদ দূরে থাকব। আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে (বান্দাদের প্রতি) পরম অনুগ্রহকারী এবং তিনিই হলেন মহাকল্যাণদাতা। দেখুন, বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ, ইবনুল কাইয়িম : ১/১৬৯-১৭০ —গ্রন্থকার



বস্ত্ত আল্লাহ তাআলার সকল নির্দেশের উৎস হলো তাঁর সুন্দর নামসমূহ। আর তাঁর নির্দেশের পুরোটাই ভালো—যাতে বান্দাদের কল্যাণ, তাদের জন্য দয়া ও সহানুভূতি এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছু নেই। বস্ত্ত তিনি তাদেরকে আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে (মানুষ হিসেবে) পূর্ণতা দান করে তাদের প্রতি অনেক বড়ো অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং (এতে বুঝা গেল যে,) আল্লাহ তাআলার প্রতিটি নির্দেশেই রয়েছে কল্যাণ, প্রজ্ঞা, দয়া, করুণা ও অনুগ্রহ। কেননা তাঁর নির্দেশের উৎস হলো তাঁর সুন্দর নামসমূহ।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার কর্মসমূহও ন্যায্যতা, প্রজ্ঞা, কল্যাণ ও দয়ার বাইরে নয়। কেননা তাঁর কর্মের উৎসও তাঁর সুন্দর নামসমূহ। আর তাই তাঁর সৃষ্টির মাঝে কোনো গরমিল নেই এবং এতে অনর্থক কিছু নেই। তিনি তাঁর কোনো সৃষ্টিকে অযথা, অহেতুক ও অনর্থক হিসেবে সৃষ্টি করেননি। সুতরাং যেমনভাবে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত বিদ্যমান সকল বস্ত্ত তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে অস্তিত্বশীল—ফলে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত বাকি সবকিছুর অস্তিত্ব মাখলুক হিসেবে তার স্রষ্টার অস্তিত্বের অনুগামী; একইভাবে আল্লাহ তাআলার নামসমূহের জ্ঞান, আল্লাহ ব্যতীত বাকি সকল বিষয়ের ব্যাপারে জ্ঞানের উৎস। অতএব আল্লাহ তাআলার নামসমূহ জানা এবং সেগুলো আয়ত্ত করা সকল জ্ঞানের মূল। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নামসমূহকে এমনভাবে আয়ত্ত করল, যেভাবে মাখলুকের জন্য আয়ত্ত করা উচিত—সে যেন সকল জ্ঞানই আয়ত্ত করে নিল। কারণ, আল্লাহ তাআলার নামসমূহ আয়ত্ত করা হলো সকল জ্ঞাত বস্ত্ত আয়ত্ত করার মূল—যেহেতু (আল্লাহ তাআলা ব্যতীত) সকল জ্ঞাত বস্ত্ত আল্লাহ তাআলার নামসমূহের দাবি থেকে সৃষ্ট এবং তাঁর নামসমূহের সাথেই সম্পৃক্ত।

আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে প্রকাশিত তাঁর সৃষ্টি ও নির্দেশের বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে দেখা যায়, এতে কোনো ত্রুটি বা গরমিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা ত্রুটি দেখা দেয় ওইসব বস্ত্ততে, যার নির্দেশ বান্দা দেয় কিংবা যা বান্দা সম্পাদন করে—যেহেতু এতে হয়তো তার অজ্ঞতা থাকে কিংবা তার প্রজ্ঞার অনুপস্থিতি থাকে। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাছ্ ওয়া তাআলা হলেন সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞময়। আর তাই তাঁর কর্মে ও নির্দেশে কোনো ধরনের ত্রুটি, গরমিল বা বৈপরীত্য থাকে না।^[৪২]

[৪২] বাদায়িল ফাওয়ায়িদ, ইবনুল কাইয়িম : ১/১৬৩



সকল সৃষ্টি সবদিক থেকে তাঁরই মুখাপেক্ষী।^[১৮৩]

আল-আযীম (الْعَظِيمُ) বা অতি মহান)

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا يَسُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

‘আর এ দুটোর (অর্থাৎ আসমান ও জমিনের) রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে
ক্লান্ত করে না। আর তিনি সমুন্নত, অতি মহান’^[১৮৪]

আল্লাহ তাআলা মহামহিম, অত্যন্ত মহান। সকল উত্তম গুণ ও মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য
একমাত্র তাঁরই। সুতরাং কোনো সৃষ্টিই যথাযথভাবে তাঁর প্রশংসা করতে সক্ষম
নয় এবং কেউই তাঁর প্রশংসা গুনে শেষ করতে পারবে না। তিনি তেমনই,
যেমনটা তিনি নিজের প্রশংসা করেছেন। বান্দারা তাঁর যত প্রশংসা করে, তিনি
তার চেয়েও অনেক অনেক উর্ধ্বে।

আল্লাহ তাআলার জন্য তাযিম বা সম্মান ও মহত্বের যে অর্থ সাব্যস্ত, তার দুটি
ব্যাখ্যা রয়েছে। যথা—

এক. আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণতার সকল গুণে গুণান্বিত। আবার সে পরিপূর্ণতার
মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ, সবচেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে প্রশস্ত অর্থটিই তাঁর জন্য সাব্যস্ত।
সুতরাং তাঁর রয়েছে সর্বব্যাপী জ্ঞান, কার্যকর ক্ষমতা, (সত্যিকারের) অহংকার
ও (সীমাহীন) বড়োত্ব। তাঁর বড়োত্বের একটি নিদর্শন হলো, সমগ্র আসমান ও
জমিন তাঁর হাতের তালুতে সরিষার দানার চেয়েও ক্ষুদ্র; যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবনু
আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা সহ আরও অনেকে বলেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ.

‘আর তারা আল্লাহকে যথোচিত সম্মান করেনি; অথচ কিয়ামাতের দিন

[১৮৩] আল-হাক্কুল ওয়াযিহুল মুবিন : ২৬; শারহুল কাসিদাতিন নুনিয়্যাহ, হাররাস : ২/৬৮

[১৮৪] সূরা আল-বাকারাহ : ২৫৫



আল-মাজ্জিদ (الْمَجِيدُ বা অত্যন্ত মর্যাদাবান)

আল-মাজ্জিদ (الْمَجِيدُ বা অত্যন্ত মর্যাদাবান) বলা হয় এমন সত্তাকে, যার রয়েছে সুমহান মর্যাদা। আল-মাজ্জিদ (الْمَجِيدُ বা মর্যাদা) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলার গুণাবলির বিশালতা ও প্রশস্ততা। বস্তুত আল্লাহ তাআলার সকল গুণই সুমহান ও বড়ো। সুতরাং, (উদাহরণস্বরূপ) আল্লাহ তাআলা এমন আল-আলিম (الْعَلِيمُ বা মহাজ্ঞানী), যিনি স্বীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। তিনি এমন আর-রহীম (الرَّحِيمُ বা পরম দয়ালু), যাঁর দয়া প্রতিটি বস্তুতেই ব্যাপ্ত। তিনি এমন আল-কদীর (الْقَدِيرُ বা মহাশক্তিমান), যাঁকে কোনো কিছুই অক্ষম করতে পারে না। তিনি এমন আল-হালীম (الْحَلِيمُ বা পরম সহনশীল), যিনি স্বীয় সহনশীলতার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। তিনি এমন আল-হাকীম (الْحَكِيمُ বা অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান), যিনি স্বীয় প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। অনুরূপভাবে তাঁর সকল নাম ও গুণই মর্যাদার সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত স্তরে অধিষ্ঠিত। সুতরাং তাঁর কোনো নাম ও গুণে অপরিপূর্ণতা বা ত্রুটি বলতে কিছু নেই।^[১৯২]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

رَحِمْتُ اللَّهَ وَرَزَقْتُهُ عَلَيْهِمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

‘(আগন্তুক ফেরেশতারা ইবরাহীম আলাইহিস-সালামের স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন,) হে নবী-পরিবার, তোমাদের (মতো পরিবারের) প্রতি আল্লাহর রহমাত ও বরকত রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদাবান।’^[১৯৩]

আল-কাবীর (الْكَبِيرُ বা অত্যন্ত বড়ো, বিশাল)

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা সুমহান মর্যাদা, মহিমা, বড়োত্ব ও মহত্বের গুণে গুণাবৃত। তিনি সবকিছুর চেয়ে বড়ো, সবকিছুর চেয়ে মহান, সর্বাধিক মহিমান্বিত ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর নৈকট্যপ্রয়াসী ও প্রিয় বান্দাদের অন্তরে রয়েছে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ মর্যাদা ও সম্মান। তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁর আনুগত্য ও তাঁর বড়োত্বের সামনে নতি স্বীকারের দ্বারা

[১৯২] আল-হাক্কুল ওয়াযিহুল মুবিন : ৩৩; শারহুল কাসিদাতিন নুনিয়াহ, হাররাস : ২/৭১

[১৯৩] সূরা হুদ : ৭৩



তাআলাই অসুস্থতা দেন এবং তিনিই একমাত্র সুস্থতা দানকারী। যেমন (এক হাদিসে) রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَا أُنْزِلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أُنْزِلَ لَهُ شِفَاءٌ.

‘আল্লাহ এমন কোনো রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করেননি, যার আরোগ্যের ব্যবস্থা তিনি করেননি।’^[৬৩৬]

ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ (নিজ সনদে) জাবির রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

‘প্রতিটি ব্যাধিরই প্রতিকার বা আরোগ্য রয়েছে। অতএব রোগের ঔষধ যখন ঠিকমতো প্রয়োগ করা হয়, তখন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় রোগ ভালো হয়ে যায়।’^[৬৩৭]

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন—

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَمٍ.

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা রোগ ও চিকিৎসা সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রতিটি রোগের প্রতিষেধক তৈরি করেছেন। অতএব (তোমাদের রোগ হলে) তোমরা ঔষধ গ্রহণ করো, তবে হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করো না।’^[৬৩৮]

উসামা বিন শরিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

قَالَتِ الْأَعْرَابُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ قَالَ: دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ.

‘কিছু বেদুইন সাহাবি এসে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল, (অসুস্থ হলে) আমরা কি চিকিৎসা করাবো না?’

[৬৩৬] সহিহুল বুখারী : ৫৬৭৮; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৪৩৯; মুসনাদু আহমাদ : ৩৫৭৮

[৬৩৭] সহিহুল মুসলিম : ২২০৪; মুসনাদু আহমাদ : ১৪৫৯৭; সহিহ ইবনি হিব্বান : ৬০৬৩

[৬৩৮] সুনানু আবি দাউদ : ৩৮৭৪; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকী : ১৯৬৮১—হাদিসটির সনদ যইফ।



তখন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা চিকিৎসা করাও। কেননা, আল্লাহ তাআলা এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার ওষুধ কিংবা (এটার পরিবর্তে বলেছেন,) নিরাময়ের ব্যবস্থা রাখেননি। তবে শুধু একটি রোগের কোনো প্রতিকার নেই। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, সেটা কী? তিনি বললেন, বার্বক্য।^[৬৩৯]

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً، إِلَّا قَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهَلَهُ مَنْ جَهَلَهُ

‘আল্লাহ তাআলা এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার আরোগ্যের ব্যবস্থা তিনি করেননি। যে জানার সে জেনেছে এবং যে অজ্ঞ থাকার সে অজ্ঞ থেকেছে।’^[৬৪০]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, এসব হাদিস থেকে (পার্থিব) আসবাব-উপকরণ গ্রহণ ও সেগুলোর কার্যকারিতার বিষয়টি প্রমাণিত হয় এবং এসব হাদিসের মাধ্যমে ওই সকল লোকের কথাও খণ্ডন হয়ে যায়, যারা আসবাব-উপকরণ গ্রহণের বৈধতা ও সেগুলোর কার্যকারিতাকে অস্বীকার করে। আর সম্ভাবনা আছে যে, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ‘لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ’ ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। সুতরাং এ হিসেবে এতে মরণঘাতী সকল রোগ এবং এমন সব (দুরারোগ্য ও জটিল) রোগও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ডাক্তারদের কাছে যেগুলোর কোনো চিকিৎসা নেই। (এ ধরনের রোগ-ব্যাধির প্রতিষেধক থাকার ব্যাপারে এ ব্যাখ্যা দেওয়া হবে যে,) আল্লাহ তাআলা এসব রোগের ওষুধ বানিয়ে রেখেছেন, কিন্তু সেটার জ্ঞান বান্দার থেকে গোপন রেখেছেন। তিনি বান্দাদেরকে তা জানার কোনো রাস্তা বাতলে দেননি। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের যা জ্ঞান, এর বাইরে বান্দার কোনো ইলম নেই।^[৬৪১]

[৬৩৯] সুনানুত তিরমিযী : ২০৩৮; সুনানু আবি দাউদ : ৩৮৫৫; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৪৩৬ — হাদিসটি সহিহ।

[৬৪০] মুসনাদু আহমাদ : ৩৫৭৮; সহিহ ইবনি হিব্বান : ৬০৬২; মুসতাদরা'কুল হাকিম : ৭৪২৪, ৮২০৫ — হাদিসটি সহিহ।

[৬৪১] যাদুল মাআদ, ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ, ইবনুল কাইয়িম : ৪/১৪

সুতরাং (প্রমাণিত হলো যে,) আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সুস্থতা দানকারী। তিনি যাকে ইচ্ছা, সুস্থতা দান করেন। আর তিনি যদি (কোনো রোগ সৃষ্টি করে সেটা থেকে) সুস্থতা দান করতে না চান, তাহলে সুস্থতার জ্ঞানকে ডাক্তারদের থেকে গোপন রাখেন।

অতএব যে সত্তা ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, সে মহামহিম আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা তাঁর সকল সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলির ওসিলায় এ প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের হৃদয় ও শরীরকে সকল মন্দ বিষয় থেকে সুস্থ ও নিরাপদ করে দেন এবং ইসলামের দ্বারা আমাদের হেফাজত করেন। নিশ্চয়ই তিনিই এর মালিক এবং এটার ওপর ক্ষমতাবান। সুউচ্চ সুমহান আল্লাহ ছাড়া আমাদের (গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার) কোনো শক্তি ও (ইবাদাত করার কোনো) সামর্থ্য নেই।

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দা ও রাসুল, তাঁর সৃষ্টির নির্বাচিত ব্যক্তি, তাঁর ওহীর আমানত রক্ষাকারী, আমাদের নবী ও আমাদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবারবর্গের ওপর, তাঁর সাহাবিদের ওপর এবং যারা তাঁর রাস্তায় কিয়ামাত পর্যন্ত চলবে তাদের সকলের ওপর রহমাত, শান্তি ও বারাকাহ বর্ষণ করুন।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহের বিষয়ে ‘আল-লাজনা তুদ দায়িমা লিল বুখসিল ইলমিয়া ওয়াল ইফতা ওয়াদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ’^[৬৪২] এর কয়েকটি ফতোয়া

ফতোয়া নং : ১১৮৬৫

তারিখ : ৩০-০৩-১৪০৯ হিজরি

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ.

হামদ ও সলাতের পর,

ড. মারওয়ান ইবরাহীম আল-আইশের পক্ষ থেকে ‘আল-লাজনা তুদ দায়িমা লিল বুখসিল ইলমিয়া ওয়াল ইফতা ওয়াদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ’ (الْجَنَّةُ الدَّائِمَةُ) لِلْبُحْثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْإِفْتَاءِ وَالِدَّعْوَةِ বা ইলমি গবেষণা, ফতোয়া ও দাওয়াহ

[৬৪২] এটি সাউদি আরবের উচ্চতর একটি ইলমি গবেষণা ও ফতোয়া বোর্ড। —অনুবাদক

